রুচির দুর্ভিক্ষ, হিরো আলম এবং সুশীল সমাজ

GRONTHOK - 22.4.23

আমরা একটা রুচির দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়ে গেছি। সেখান থেকে হিরো আলমের মতো একটা লোকের উত্থান হয়েছে। যে উত্থান কুরুচি, কুশিক্ষা ও অপসংস্কৃতির উত্থান। এই উত্থান কীভাবে রোধ করা যাবে, এটা যেমন রাজনৈতিক সমস্যা, তেমনি আমাদের সাংস্কৃতিক সমস্যাও। ~ মামুনুর রশীদ

হিরো আলমের কন্টেন্ট রুচিশীল না। কথা সত্য। কিন্তু সমাজে এই একটাই অরুচিশীল কাজ হচ্ছে? সমাজ বাদ দেন। বিনোদন জগতেই দেখে নেই।

বি-গ্রেড উষ্ণ চলচ্চিত্রের ব্যাকগ্রাউন্ডে রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়, চটিগল্পের মধ্যে মার্ক্সবাদের আলোচনা হয় এইগুলো খুব রুচিশীল কাজ কী? তারপর আসেন আজকাল যে মিউজিক লেভেলে, প্রডাকশন হাউসে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, লোকসঙ্গীতের চৌদ্দটা বাজানো হচ্ছে এগুলোও তো অনেকের রুচিতে বাঁধে। কারোর আবার বাঁধে না। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্র ধার করে উষ্ণ ছবি বানিয়ে সেটাকে যখন উপন্যাসের এডাপ্টেশন বলা হয় তখন সেটাও তো খুব বেশি রুচিশীল মনে হয় না। এগুলো কয়েকটা উদাহরণ দিলাম। এমন আরও আছে সেটা আপনারাও জানেন।

কিন্তু এনারা কখনো রুচির দুর্ভিক্ষের প্রতীক হয়ে উঠবেন না। কারণ হয় এদের মাথায় ধনতন্ত্রের আশীর্বাদী হাত আছে নতুবা এসব সংস্থানের সাথে তারাই জড়িৎ যারা কিনা সাধারণত রুচিশীলতার প্রতীক হিসেবেই খ্যাত। অর্থাৎ আমাদের সুশীল সমাজের সভ্য।

অথবা কোন ক্ষেত্রে এইসকল অরুচিকর কার্যে রুচির অভাব এতোই তীব্র যে সুশীলবর্গের মুখপদ্মে সেসব কথা উঠতেই পারে না। তাতে সেগুলো চলছে চলুক, কিন্তু এসব কথা মুখে আনলে সুশীল জাতটা মারা যাবে না?

এসব দিক থেকে হিরো আলম সুবিধাজনক। তার কার্যকলাপ অরুচিকর হলেও মডারেট। আর হয়তো তার উপরে কারোর আশীর্বাদও নেই। কাজেই একে রুচির দুর্ভিক্ষের প্রতীক বানানোটা নিছকই সুবিধাজনক।

ঠিকাছে বানিয়ে ফেলুন। কিন্তু এই যারা হিরো আলমকে রুচির দুর্ভিক্ষের প্রতীক বানালেন তারা যে অন্য হাজারটা অরুচিকর কাজ নিয়ে মুখে 'রা' টিও কাঁটেন না বা কাঁটতে পারেন না এটাও তো একটা দুর্ভিক্ষ। চিন্তার দুর্ভিক্ষ, চেতনার দুর্ভিক্ষ, সততার দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ সব জাতেই আছে। সবচেয়ে বেশি আছে সুশীল জাতে। হিরো আলম বিষ্ঠা আর বাকিরা সবাই ধোয়া তুলসীপাতা এমন তো না। রবার্ট লুই স্টিভেনসনের একটা উপন্যাস **'স্ট্রেঞ্জ কেস অব ড. জেকিল এন্ড মিস্টার হাইড'**। ড.জেকিল তার খারাপ সত্তাটিকে নিজের থেকে আলাদা করে ফেলেছিলেন। সেই সম্পূর্ণ খারাপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষটির নাম মিস্টার হাইড। আর ড.জেকিল হয়ে গিয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভালো বৈশিষ্ট্যের মানুষ। যার মধ্যে কোন ত্রুটি ছিলই না। একই মানুষ কখনও ড.জেকিল হচ্ছেন কখনও মিস্টার হাইড হচ্ছেন। যখন তিনি ড.জেকিল তখন সবার প্রিয়পাত্র। কারণ তিনি তার সকল খারাপ বৈশিষ্ট্যই লুকিয়ে ফেলেছেন। যখন মিস্টার হাইড তখন

Topics

- NEWS & VIEWS
- Oedipus Complex
- Psychoanalysis
- Psychology
- Sophocles

ঘটনা উল্টো। কারণ মিস্টার হাইড কোন খারাপ বৈশিষ্ট্যই লুকিয়ে রাখতে পারেন না। সব মানুষ কী এমনই ভালো-খারাপের মিশ্রণ নয়? হিরো আলমকে বাস্তব জগতের মিস্টার হাইড বলতে পারেন। যার কারণে তাকে রুচির দুর্ভিক্ষের প্রতীক বানানো সহজ। কিন্তু সেটা করার আগে নিজের ভেতরে একবার উঁকি দিয়ে দেখা দরকার।

কবি হরিবংশ রায় বচ্চনের একটা পংক্তি এমন,

May chipana jaanta to jag mujhe saadhu samajhta,
Shatru mera ban gaya hay chalrahit vyavahar mera!!

অর্থাৎ কবির ব্যবহার কপট না হওয়াটাই তার সমস্যা। নাহলে নিজের দোষ লুকাতে পারলে জগৎ তাকে সাধু বলতো।

কেউ লুকাতে পারেন না, কেউ লুকিয়ে ফেলেন। ঠিকাছে লুকিয়ে ফেলুন। কুপ্রবৃত্তি দেখানোতে কোন স্বার্থকতা নেই বলেই মনে করি। হিরো আলমের অরুচিকর কাজের সমালোচনাও করুন। কিন্তু এই যে একজনকে রুচির দুর্ভিক্ষের প্রতীক বানিয়ে দেয়া সেটা কতটা ন্যায়সঙ্গত?

Tags: NEWS & VIEWS

Facebook Twitter

‹ OLDER
রুচির দুর্ভিক্ষ, হিরো আলম এবং সুশীল সমাজ

NEWER ›

Posted by: GRONTHOK

You May Like These Posts

Social Plugin

Facebook Twitter Instagram YouTube

Popular Posts

ইডিপাস উপাখ্যানের সারাংশ
29.4.23

A Summary to the 'OEDIPUS REX'
6.5.23

রুচির দুর্ভিক্ষ, হিরো আলম এবং সুশীল সমাজ
22.4.23

Tags

NEWS & VIEWS Sophocles